



May 01, 2024

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400051

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

NSE Symbol: MANYAVAR

BSE Scrip Code: 543463

Madam / Sir,

Sub: Copies of the Newspaper Publication of Vedant Fashions Limited (the 'Company')

Ref: Newspaper Advertisement - Disclosure pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations")

With reference to the captioned subject, we submit herewith the copies (extracts) of newspapers' advertisements published in the following newspapers on Wednesday, May 01, 2024 (i.e., today), in connection with the audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024:

1. *The Economic Times* – English Newspaper (All India editions)
2. *Sangbad Pratidin* – Bengali Newspaper (Kolkata edition)
3. *Ei Samay* - Bengali Newspaper (Kolkata edition)

The above information will be made available on the website of the Company www.vedantfashions.com.

We request you to kindly take the aforesaid information on record and disseminate the same on your respective websites.

Thanking you,

For, Vedant Fashions Limited

Navin Pareek
Company Secretary and Compliance Officer
ICSI Memb. No.: F10672

Encl – a/a

দ্বিতীয় পর্বের ভোটের হার আচমকা বৃদ্ধি, প্রশ্ন বিরোধীদের

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথম ও দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোট গ্রহণের হার প্রকাশ হতেই প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। কীভাবে আচমকা ভোটগ্রহণের হার বেড়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। কেনই বা প্রথম দফার ভোটের ১১ দিন বাদে আর দ্বিতীয় দফার চার দিন বাদে কত মানুষ ভোট দিয়েছে তা প্রকাশ করা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কারণ, প্রতিবার ভোটগ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের তরফে কত শতাংশ ভোট পড়ছে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তা হয়নি। তাই নির্বাচন কমিশনের ওপর বিজেপি প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন ও বামদেবের। কড়া প্রতিজ্ঞা দিয়েছে তৃণমূল ও বামদেব। কমিশন মঙ্গলবার রাতে প্রথম দুই পর্বের যে ভোটের হার বের করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় ৬৬.১৪% এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৬.৭১% ভোট পড়ছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার ভোট শেষের পর কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে ভোট পড়ছে ৬০.৯৬%। চূড়ান্ত হিসেবে দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে কী করে ৭.৭৫% ভোট বেড়ে গেল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ক্ষোভে ফেটে পড়ছে বিরোধীরা। অভিযোগের তীর কমিশনের দিকে। অভিযোগ, কমিশন ভোট গ্রহণের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বিয়টি প্রথম নজরে আনেন তৃণমূলের রাজসভার দলনেতা ডেবেরক ও রায়ান। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া তথ্য প্রমাণ করে কমিশন বিজেপি হয়ে কাজ করেছে। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ডি দেববাজন ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। কীভাবে আচমকাই ৭.৭৫% ভোট বেড়ে গেল তা তাঁরা জানতে চেয়েছেন।

এদিকে, এবারের লোকসভা ভোটে প্রথম দুই পর্বের ভোট কম পড়া নিয়ে এখন মাথাব্যথা নির্বাচন কমিশনের। পরের পাঁচ পর্বের ভোটের হার বাড়তে ভোটারদের সরাসরি এসএমএস করার নিয়ম দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। মঙ্গলবার বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ও অন্য শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও স্ট্রিম কলমে রাজীব কুমার। হিয়ে যাওয়া দুই পর্বের বিশ্লেষণ, আইনশৃঙ্খলার পাশাপাশি ভোটের হার কম যাওয়া নিয়েই নির্বাচন কমিশনকে সব থেকে বেশি চিন্তিত দেখিয়েছে বলে সূত্রের খবর। কমিশনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, ভোট কম পড়ার জন্য মূলত দেশজুড়ে প্রবল দাবদাহকেই ভিলেন বলে মনে করছেন সবাই। রাজীব কুমার ও অন্য নির্বাচন কমিশনাররাও এ বিষয়ে একমত। তার পরও সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ, “ভোট দিতে আসায় উৎসাহ বৃদ্ধিতে ভোটারদের সরাসরি এসএমএস করুন।” রাজ্যে আগামী ৭ মে তৃতীয় দফায় ভোট সন্ধানার্থী মুর্শিদাবাদ ও মালদহের চার কেন্দ্রে। যে ভোট শাশ্বিতে করানো বড় চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কমিশনের সামনে।

গণপ্রতিরোধের

ভিনের পাতার পর অভিযোগ, সেখানে গিয়ে তিনি এলাকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের দাঙ্গাবাজ ও দুর্নীতিবাজ বলেও কটাক্ষ করতে থাকেন। তখনই এলাকার মহিলারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রেখা পাত্রকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। তখনই রেখা পাত্রর সঙ্গে থাকা এক বিজেপি কর্মী বিক্ষোভকারী এক মহিলার শাড়ি-রাউজ ছিড়ে দেন। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকার বাসিন্দারা রেখা পাত্রকে ঘিরে লাঠিচোরা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কয়েকজন তাঁর গাড়ির দিকে ছুটে যান এবং গাড়ি লক্ষ্য করে ইটপাটকেলও ছোড়া হয়। গোলমালে জখম প্রার্থী ও বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার ধান্যকুড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে মাটিয়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। গোটা ঘটনার জন্য তৃণমূলকে দুবে থানার সামনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভও দেখান বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

ভোটের হার আচমকা বৃদ্ধি, প্রশ্ন বিরোধীদের

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথম ও দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোট গ্রহণের হার প্রকাশ হতেই প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন। কীভাবে আচমকা ভোটগ্রহণের হার বেড়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। কেনই বা প্রথম দফার ভোটের ১১ দিন বাদে আর দ্বিতীয় দফার চার দিন বাদে কত মানুষ ভোট দিয়েছে তা প্রকাশ করা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কারণ, প্রতিবার ভোটগ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের তরফে কত শতাংশ ভোট পড়ছে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তা হয়নি। তাই নির্বাচন কমিশনের ওপর বিজেপি প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন ও বামদেবের। কড়া প্রতিজ্ঞা দিয়েছে তৃণমূল ও বামদেব। কমিশন মঙ্গলবার রাতে প্রথম দুই পর্বের যে ভোটের হার বের করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় ৬৬.১৪% এবং দ্বিতীয় দফায় ৬৬.৭১% ভোট পড়ছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দফার ভোট শেষের পর কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে ভোট পড়ছে ৬০.৯৬%। চূড়ান্ত হিসেবে দ্বিতীয় দফার ক্ষেত্রে কী করে ৭.৭৫% ভোট বেড়ে গেল তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ক্ষোভে ফেটে পড়ছে বিরোধীরা। অভিযোগের তীর কমিশনের দিকে। অভিযোগ, কমিশন ভোট গ্রহণের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। বিয়টি প্রথম নজরে আনেন তৃণমূলের রাজসভার দলনেতা ডেবেরক ও রায়ান। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া তথ্য প্রমাণ করে কমিশন বিজেপি হয়ে কাজ করেছে। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক ডি দেববাজন ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়ে কমিশনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন। কীভাবে আচমকাই ৭.৭৫% ভোট বেড়ে গেল তা তাঁরা জানতে চেয়েছেন।

মেম্ব	চিন্তা
বৃষ	ব্যায়
সিথুন	ত্যাগ
কর্কট	ভুল বোঝাবুঝি
সিংহ	সুখ
কন্যা	দায়িত্ব ভার
তুলা	চিন্তা
বৃশ্চিক	বাতজ বেদনা
ধনু	গমন
মকর	আশঙ্কা
কুম্ভ	স্বস্তি
মীন	নতুন কর্ম

শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী

কোটে তাড়া খেয়ে পালালেন বিকাশ

ভিনের পাতার পর বামপন্থী আইনজীবীরা এই চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি আটকেছেন। অনেকে যোগ্য হয়ে ওয়েটিং লিস্টের প্যানেলে আছেন। অভিঞ্জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সকলের চাকরি খাওয়ার চেষ্টা করছেন। চাকরিপ্রার্থীরা এখন বুঝতে পেরেছেন এই দ্বিচারিতা। যীরা চাকরি খেয়ে পেশাটিক উল্লাস দেখাচ্ছেন, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তো বিক্ষোভ হবেই তাঁরা যেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখানো উচিত।”

নিয়োগে দুর্নীতি নিয়েও এক প্রশ্নের জবাবে এদিন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কৃপাল ঘোষ বলেন, “দ্বিচারিতা করছেন বিকাশ ভট্টাচার্যরা। নিয়োগে মামলা নিয়ে কেউ বা কারা অন্যা্য করছে। দল তাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে না, সরকার প্রোটেকশন দিচ্ছে না। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হোক, শাস্তি হোক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি হোক এটা সকলে চাইছিল। কিন্তু এই বিকাশ ভট্টাচার্যরা মুখে বলছেন যোগ্যদের চাকরি দিতে হবে। আর কোর্টে গিয়ে মরিয়া হয়ে বলছেন, এদের গোটা প্যানেল বাতিল করতে হবে। চাকরিপ্রার্থীরা এটা ধরে ফেলছেন। তাই বিক্ষোভের মুখে পড়ে সিপিএমের

মানুষ পাচ্ছে না উন্নয়নের টাকা

ভিনের পাতার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সব প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হচ্ছে।” মঙ্গলবার বর্ধমান পূর্ব লোকসভার প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে মেম্বারি রসুলপুরে নির্বাচনী সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখান থেকেই বিভিন্ন ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা করেন। শাহর একের পর এক অভিযোগের পাশ্চাট জবাবও দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

বাংলাকে টাকা দেওয়া নিয়ে শাহর অভিযোগের পাশ্চাট তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃপাল ঘোষ বলেন, “বাংলাকে গত ১০ বছরে বন্ধনা ছাড়া কিছু দেননি। বাংলা থেকে একজনকেও ক্যাবিনেট মন্ত্রী করেনি বিজেপি। বাংলাদেশে গিয়ে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে দিয়েছেন। বাংলাকে অপমান করা। এসবের জন্য মানুষ আপনার জবাব দেবে।”

শাহর ১০ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়ার দাবি প্রসঙ্গে কৃপাল বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেছেন শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দিক। একেকজন এসে একেকরকম কথা বলবেন। ‘২১-এ বছরের পর থেকে কত টাকা দিয়েছে প্রমাণ হয়ে যাবে। সরকার দেখিয়ে দিক কোন অ্যাকাউন্ট থেকে কোন অ্যাকাউন্টে টাকা যাবে।”

একশের ভোট পরবর্তী হিস্যা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে অমিত শাহ ছদ্ম্বার দিয়ে বলেন, “বিজেপি কর্মীদের হত্যাকারীদের

সংসদ উত্তর দিতে পারছেন না। মুখ বুকিয়ে পালিয়ে গেলেন। সাহস হল না সামনে দাঁড়িয়ে বলা। পুলিশকে ঢাল করে পালিয়ে গেলেন। ক্ষমতা থাকলে আইনটা বোঝাতেন। এদিকে চাকরি হবে বলে ফি নিয়েছেন, আবার বাতিলের জন্য মামলা লড়ছেন অযোগ্যদের থেকে টাকা নিয়ে।” দিনকয়েক আগে এক বিতর্ক সভায় বামপন্থীদের বিক্ষোভ নিয়ে এদিন কৃপালের তীব্র কটাক্ষ, “কিছুদিন আগে বিকাশবাঁরা লোক নিয়ে এসে ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। আমার বক্তৃতায় বামদেবের সমালোচনার জন্য। আমি সেদিন বাঘের বাচ্চার মতো মোকাবিলা করেছিলাম। আজ আপনি পালিয়ে গেলেন। আমি বলব, বিকাশবাঁ, দেখুন কেমন লাগে।”

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে ঘিরে এদিন বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন ভাঙড় চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক কিংসুক দে। তাঁর অভিযোগ, “বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে চাইছেন গোটা প্যানেল, গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাক। তাহলে উনি দেখাতে পারবেন ওনারই সময়ে সব স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরে সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত। বিকাশরঞ্জন বাবু বলেন, আপনারা নতুন করে আবার পরীক্ষা

মানুষ পাচ্ছে না উন্নয়নের টাকা

পাতাল থেকে খুঁজে বের করে এনে আমাদের সরকার গঠনের পর তাদের জেলে ভরবে বিজেপি সরকার।” পাশ্চাট জবাব দিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কৃপাল ঘোষ বলেন, “আপনার (বিজেপি) তো ভোটের পর অভিযোগ করছিলেন। জেতার সময় কোনও অভিযোগ ছিল না। আপনারা ভোটের পর প্ররোচনা দিয়েছিলেন।”

এদিন বের সোনার বাংলা গড়ার প্রসঙ্গ তুলে শাহ বলেন, “পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে ৩০টি আসন পাবে বিজেপি সরকার। আরও বেশি আসন পেয়ে বিজেপি সরকার সোনার বাংলা গড়বে।”

পাশ্চাট তৃণমূল মুখপাত্রের কথায়, “আমাদের উদ্দেশ্যে ৩০টি আসন পাবে বিজেপি সরকার। আরও বেশি আসন পেয়ে বিজেপি সরকার সোনার বাংলা গড়বে।”

এদিকে, দুর্নীতি প্রসঙ্গে শাহর আক্রমণ নিয়ে এদিন কৃপাল ঘোষ পাশ্চাট জবাব দিয়ে বলেন, “সবাই দেখেছে ক্যামেরার সামনে টাকা মুড়িয়ে নিচ্ছে শুভেন্দু অধিকারী। আপনার (অমিত শাহ) পাটি অফিস থেকে দেখিয়েছিল। সিবিআই এফআইআর করল। আর বিজেপি পায় ধরে শুভেন্দু ঢাল গেল। প্রথমে এজেন্সিকে দিয়ে তড়া করা, তারপর

কলকাতা ৪৩

ভিনের পাতার পর ১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল ৪১.৭ ডিগ্রি ছুয়েছিল তাপমাত্রার পারদ। সোমবারই গত ৪৪ বছরের সেই রেকর্ড ভেঙে ৪১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছিল শহরের তাপমাত্রা। আন এদিন এক ধাক্কা ১.৩ ডিগ্রি চড়ল মহানগরের পারদ। এদিকে শহরে হিট স্ট্রোকে প্রবন্ধকুমার রানা (২৯) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বাড়ি বাগ্‌ইহাটতে। সোমবার দুপুরে এমজি রোড ও মল্লিক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। হাসপাতালে নিয়ে গলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অলিপুর অবহাওয়া দফতরের ডিভিজিএম সোমনাথ দত্ত বলেন, “দক্ষিণবঙ্গে ৪ তারিখ পর্যন্ত সব জেলায় হিট ওয়েভের সতর্কবার্তা রয়েছে। দুই বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খন্ড, বীড়ম, মুর্শিদাবাদ, বীকুড়া, পুরুলিয়া

দিন। আমি আজ ঠুকে একটাই প্রশ্ন করেছিলাম, আপনি যদি আজকে এত বছর পরে আরেকবার এলএলবি পরীক্ষাটা দেন, আপনি কি পাস করতে পারবেন? আপনার বিদে পেলে অন্য কিছু খান, চাকরিটা কেন খাচ্ছেন?” সুমন মিত্র নামের বিক্ষোভকারী এক প্রাথমিক শিক্ষক বলেন, “আমরা ঠুকে সামনাসামনি প্রশ্ন করেছি, এটা কেন হচ্ছে? আপনি সবার চাকরি বাতিল করতে চাইছেন কেন? আমাদের চাকরি কেনে খেয়ে নিচ্ছেন? উনি যা চাইছেন, তাতে উনি ষাঁদের হয়ে লড়ছেন, তাঁদেরও কিন্তু চাকরি চলে যাবে। কোন হিসাবে উনি এটা করতে চাইছেন? আমাদের সঙ্গে কি কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে?” পার্শ্বপ্রতিম ভট্টাচার্য বলেন, “এত বড় একটা নিয়োগ প্রক্রিয়া ১ লক্ষ ২৫ হাজার জনের প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে পরিবার জড়িয়ে রয়েছে। মামলা যদি করতেই হয়, এতদিন ধরে কোথায় ছিলেন? মাড়ে সাত বছর চাকরি করার পর কেন?” দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতায় বিশেষভাবে সক্ষম প্রাথমিক শিক্ষক সাইন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “যে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে, তাতে উনি বুঝতে পেরেছেন, উনি যেটা করছেন ঠিক করছেন না। যে কারণে উনি ভয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।”

মানুষ পাচ্ছে না উন্নয়নের টাকা

দলে নেওয়া।” পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে নাম না করে অভিষেকের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া প্রসঙ্গে শাহর মন্তব্যের জবাব দিয়ে পাশ্চাট কৃপাল ঘোষ বলেন, “শাহের মুখে পরিবারতন্ত্র মানায় না। অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেড, যে শুভেন্দু অধিকারীকে বিজেপি চোর বলেছিল, সেই প্রাইভেট লিমিটেডের বাবা, ভাই, দাদা সবচেয়ে ফুল প্যাকেজ যারা মেয়, তাদের মুখে পরিবারবাদের কথা মানায় না। আর এটা লোকসভা নির্বাচনে। বাংলার নির্বাচন নয়। বাংলায় এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আছেন। আরও দীর্ঘদিন থাকবেন। পরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন মানুষের রায়ে নিয়ে। এটা বিজেপি দিকেই পরিবেশ। মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে প্রধানমন্ত্রী চায় না। মানুষ বিকল্প প্রধানমন্ত্রী চায়। উনি (অমিত শাহ) প্রধানমন্ত্রীর কথা ভাবুন।”

রামমন্দির থেকে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলেপ—একাধিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এদিন আক্রমণের নিশানা করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, “রামমন্দির উদ্বোধনের দিন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানাওয়ে তাঁরা যাননি। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দেওয়া নিয়ে তৃণমূল সরকার বিরোধিতা করেছিল।” শাহকে তৃণমূল মুখপাত্রের পাশ্চাট জবাব, “‘তৃণমূল রোটী-কাপড়া নিয়ে রাজনীতি করে। রামমন্দির নিয়ে রাজনীতি করে বিজেপি।”

মার্জিন বাড়ানোর লড়াই

ভিনের পাতার পর

এক, বাংলার সাধারণ মানুষের পাওনা যে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখেছে ছেড়ে দিন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজনীতি থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর নেন। দুই, আমাদের যে টাকা আটকে রেখেছেন এক মাসের মধ্যে ছেড়ে দিন। আর তিন, ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে এখনও মানোনয়ন জমার সময় আসেনি। আপনি আমার বিরুদ্ধে নিজে লড়াই করে আমাকে হারান। রাজনীতি ছেড়ে যান। এই সুযোগে পারলে লুফে নিন না হলে মুখ বন্ধ করে দিলি চলে যান।” তাঁর কথায়, “আপনার রাজনীতির রাজে বিকাশী আর আমার বিকাশী উন্নয়নের নীতিতে, আদর্শে।” পরিবারবান নিয়ে অভিষেককে নিশানা করার কারণ হিসাবে আরও একটি কারণের কথা বলেন সাসেন। তাঁর কথায়, “আসলে আপনার মনের সুপ্ত বাসনা ছেলেকে বিসিআইয়ের সভাপতি বানানো। আপনার মন্তব্য আপনার সেই ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ।” শাহকে তাঁর তেপ, “সবাই আপনার মতো নয়। আপনি জীবনে আন্দোলন করেননি। আপনার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ। কাউকে ইডি বা সিবিআই ডাকলে আপনারা চোর বলেন। মনে রাখবেন, আপনি নিজে জেলখাটা আসামি। আপনার কাছে নীতি, আদর্শ আমার শিব্য না।” এর পরই, যোগীকে নিশানা করেন ডায়মন্ডহারবারের কিয়ারী সাংসদ তথা সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী। তাঁকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, “সবথেকে বার্থ এবং সবথেকে সাংসদারিক মুখ্যমন্ত্রী হলেন যোগী আদিত্যনাথ। যার আমলে উন্নয়ন হয়েছে, হাথরাস হয়েছে, লক্ষ্মীপুর খেরিতে পচজন কৃষকের উপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীর হলে। এদের কাছ থেকে আইন-শৃঙ্খলা শিথল হতে হবে।” সুর চড়িয়ে তাঁর কটাক্ষ, “আদিত্যনাথবাবু শুনে রাখুন, যার টিকি ধরে আপনি রাজনীতি করেন সেই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে থাকা এনসিআরটির তথ্য বলছে, ভারতের সবথেকে সুর্নীত শহর কলকাতা। বাংলায় মানুষ আগে বেরোতে ভয় পেতো। তৃণমূল সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার না থাকলে আজও সিপিএমের বোমা ক্লবের নিচে বাংলার মানুষকে মাথা নিচু করে বেঁচে থাকতে হতো। ভাবছেন বাংলাকে ছোট করে, অপমান করে ভোট নেন? আপনার পতন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা।” প্রধানমন্ত্রীকে এর পরই নিশানা করেন। রাজ্যের উন্নয়নের টাকা আটকে রাখা নিয়ে অভিযোগ তোলেন। শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তোলেন। সঙ্গে মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর মহারাষ্ট্রে করা মন্তব্য। তাঁর কথায়, “প্রধানমন্ত্রী মৌদী মহারাষ্ট্রে একটি অস্থায়ী বলেছিলেন, তিনি মহারাষ্ট্রকে বাংলায় পরিণত হতে দেনে না। একজন বাঙালির সমতুল্য মর্যাদাসম্পন্ন হতে হলে এবং বাংলার সমৃদ্ধ সঞ্চিত, ব্রিটিশ ও ইতিহাস বুঝতে হলে আপনার নেতাদের ১০০ বার পুনর্মুখ নিতে হবে। বাংলা ছাড়া ভারত স্বাধীনতা পেত না।” একেবারে শেষে খুব স্পষ্ট করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার চার লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের মার্জিন বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সেন অভিষেক। বলেন, “এ জেলার মানুষের লড়াই শুধুমাত্র তৃণমূলকে জেতাওয়ে লক্ষ্য নয়, কিংবা বিজেপিকে পরাস্ত করে শিক্ষা দেওয়ার নিচিনা এটা নয়। এই নির্বাচন এই জেলার চারটি আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের কে কত বেশি ভোটে জেতেন সেই প্রতিযোগিতার নির্বাচন। চারটি আসনের মধ্যে কোন তৃণমূল প্রার্থী প্রথম হবেন তার নির্বাচন। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের যা ব্যবধান ছিল সেই ব্যবধান কে কতটা ছাপিয়ে যেতে পারেন তার লড়াই।” তাঁর কথায়, “প্রথম স্থানে ডায়মন্ডহারবার না মথুরাপুর, যাদবপুর না জয়দেবর কোন লোকসভা কেন্দ্রে থাকবে তৃণমূলের মধ্যে তার লড়াই। ডায়মন্ডহারবার ও মথুরাপুরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মথুরাপুর ডায়মন্ডহারবারকে হারাতে পারলে আমি খুশি হব।”

রোহতগির নামে টাকা, তদন্ত

ভিনের পাতার পর

বিক্ষোভের মুখে পড়েন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কৃপাল ঘোষ নাম না করে সপ্রমাণিত যৌথ মঞ্চের টাকা তোলা বিষয়টি উল্লেখ করেন। বলেন, অনিশ্চয়তা তৈরি করে মামলা করতে হবে বলে অনেকেই টাকা তুলছেন। নেপথ্যে রয়েছে কিছু আইনজীবী। এরাই বলেন, ‘তোমাদের অনিশ্চয়তা আমরা কাটিয়ে দেন। অল্প ষড় আইনজীবীকে পাঁচ করান।’ টাকা তোলা নিয়ে এদিন সন্তোষের দাবি জানান কৃপাল। তাঁর অভিযোগ, শিক্ষা বা শিক্ষকের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও একটি মঞ্চ আইনি লড়াই লড়বে বলে টাকা তুলছে। এমন অভিযোগ এসেছে। হুমকি ও ভয় দেখিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে কি না তদন্ত করা হোক।’ উল্লেখ্য, সম্প্রতি কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে এসএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া ২০১৬ সালের প্যানেলের ২৫ হাজার ৭৫০টি চাকরি বাতিল হয়। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সূত্রিম কোর্টে যায় এসএসসি। সেই মামলার রাজ্যের তরফে আইনজীবী ছিলেন মুকুল রোহতগির। মামলার পরবর্তী স্তানি হবে আগামী সোমবার। যৌথ মঞ্চের তরফে জঙ্কর ঘোষ মঙ্গলবার রাতে বলেন, “মুকুল রোহতগির ছেঁদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। সোমবার মুকুল রোহতগির চাকরিহারীদের পক্ষে সূত্রিম কোর্টে দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁর ছেলে তাঁদের ফি’জটা পাঠাতে বলেছেন। পরের সোমবারও রোহতগির আমাদের হয়ে দাঁড়ানো।” উল্লেখ্য, যোগ্য চাকরিহারীদের অবিলম্বে নিয়োগ করার দাবি নিয়ে এসএসসি ভবন বেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল সপ্রমাণিত যৌথ মঞ্চ।

চাকরিহারীদের অ্যাকাউন্টে বেতন

স্টাফ রিপোর্টার :

আপাতত চাকরিহারীদের বেতন দেবে রাজ্য সরকার। সেই মতোই মঙ্গলবার, মাসের শেষ দিনে চাকরিহারী শিক্ষক, শিক্ষকর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে গিয়েছে এপ্রিল মাসের বেতন। তবে, যেখানে চাকরির ভবিষ্যতই অনিশ্চিত, সেখানে এক মাসের বেতন তাদের তেমন স্বস্তি জোগাতে পারেনি বলেই জানাচ্ছেন হাই কোর্টের রায়ে চাকরিহারী শিক্ষকরা। তাঁরা জানাচ্ছেন, যেহেতু এপ্রিল মাসের অধিকাংশই তাঁরা কাজ করেছেন, তাই এ মাসের বেতন মেসার বিসয়ে নিশ্চিত ছিলেন। এদিনও

শ্রীদ মিনার গিয়েছিল, নিজেদের ‘যোগ্য’ বলে দাবি করা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের তরফে হাই কোর্টের রায়েই চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে সূত্রিম কোর্টে। সেই মামলায় যুক্ত হওয়ার জন্য এদিনও অনেক শিক্ষক নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নিধি জমা দিয়েছেন, স্বাক্ষর করেছেন ওকালতনামায়ী। জমায়েতকারী শিক্ষকরা প্রায় সর্কলেই জানান, বেতন টুকেছে। কিন্তু, স্বস্তি একমাত্র হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ পড়লে বা রায়টি খরিজ হলেই মিলবে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।



TECHNO INDIA GROUP
SALT LAKE
www.technoindiauniversity.ac.in | www.technoindiagroup.com

39+ YEARS OF EXCELLENCE

ADMISSION - 2024 (PHYSICAL & ONLINE)

ADMISSION HELPLINES

9836544419 | 9836544418 | 9836544417
9836544416 | 9836544414 | 9836544413
9836544412 | 9836544411 | 9836544410

APPROVALS AICTE | UGC | PCI | BCI | NBA | INC | WBNC | COA

Affiliated to MAKAUT (All Tier colleges)

ENGINEERING: 3 yrs. Diploma Engg. & 6 yrs. B.Tech (After Class X) | B.Tech | M.Tech With AI | B.Tech (Lat) | M.Tech | Ph.D

SCIENCE: B.Sc(H) with AI | B.Sc(H) | M.Sc | Ph.D

ARCHITECTURE: B.Arch | B.Arch with AI | M.Arch | Ph.D

PHARMACY: D.Pharm | B.Pharm B.Pharm With AI | M.Pharm | M.Pharm With AI | Ph.D

COMPUTER APPLICATION: BCA | BCA with AI | BCA(H) | Dual BCA-MCA | MCA with AI | MCA

MANAGEMENT: BBA(H) | Dual BBA - MBA | BBA with AI | BBA with SAP | BHM (H) | MHA | MBA | MBA with AI | Dual MBA - Ph.D | Ph.D (9831817308)

MEDIA, FILM & JOURNALISM: B.Sc(H) | B.Sc(H) with AI | Dual B.Sc - M.Sc | M.Sc

PARAMEDICAL: BMLT | BPT | BMLT With AI

NURSING: GNM (3Years) | B.Sc (4Years) | B.Sc with AI

LAW: BBA(H) + LLB | BBA(H) + LLB with AI | BA(H) + LLB | BCA (H) + LLB | B.Com + LLB | B.Tech + LLB | 3 Years LLB, LLB with AI (After Graduation)

HUMANITIES: B.A(H) with AI | B.A(H) | Dual B.A - M.A | M.A with AI | M.A | Dual M.A - Ph.D | Ph.D

COMMERCE: B.Com(H) | B.Com (H) with AI | Dual B.Com - M.Com | M.Com | Dual M.Com - Ph.D | Ph.D

DESIGN: B.Des (4 Yrs. Bachelor Degree) | B.A(H) B.A(H) with AI | B.Sc (H) (7596040603)

FASHION & INTERIOR DESIGN: B.A (H) | B.Sc (H) B.A(H) With AI | B.Sc (H) With AI (9831817308)

Centralized Admission Centers
(For all Colleges & Universities)

1 Techno India Campus, LB 10, EM Bypass, Chingrighata (Service Road), Kolkata-700098.

2 EM 4, Salt Lake, Sector V, Kol-700091, West Bengal.

10% MQ seats for Engg. as per Govt. Norms



VEDANT FASHIONS
- LIMITED -

CIN: L51311WB2002PLC094677

Regd. Office: Paridhan Garment Park, 19 Canal South Road, SDF-1, 4th Floor, A501-A502, Kolkata 700015, WB, India
Tel No.: (033) 6125 5495. Email: complianceofficer@manyavar.com. Website: www.vedantfashions.com

রৈভিনিউ গ্লোথ
৩.৬৩২ মিলিয়ন টাকা
+৩.৪%

পিএটি গ্লোথ
১.১৫৮ মিলিয়ন টাকা
+৩.৪%

১) ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে		বছর শেষে	
	৩১ মার্চ ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১ কারবার থেকে আয়	৩,৬৩১.৫৭	৩,৪১৬.২৬	১৩,৬৭৫.৩২	১৩,৫৪৯.৩০
২ কারবার থেকে মোট আয় (অন্য আয় সমেত)	৩,৮২২.৬৫	৩,৫৫৫.৩১	১৪,৩৭২.০৩	১৩,৮৫১.৭১
৩ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে/বছরে নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের সাথে)	১,৪৭৯.১৫	১,৪৫৪.৪৯	৫,৪৮৪.৩৬	৫,৭৫৮.৩৯
৪ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে/বছরে করের পরে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে)	১,৪৭৯.১৫	১,৪৫৪.৪৯	৫,৪৮৪.৩৬	৫,৭৫৮.৩৯
৫ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে/বছরে করের পরে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে)	১,১৫৭.৩৩	১,০৮৮.৬৬	৪,১৪১.৭২	৪,২৯১.০৮
৬ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে/বছরে করের পরে নিট সামগ্রিক আয়/(ক্ষতি)	১,১০২.৭৯	১,১০২.৩৮	৪,১৪৩.৩৪	৪,৩২৭.৪৬
৭ ইকুইটি শেয়ার মূল্যদান	২৪২.৮৭	২৪২.৭৮	২৪২.৮৭	২৪২.৮৭
৮ অন্য ইকুইটি	-	-	১৫,৭৭৫.৯৩	১৩,৭৫৬.০২
৯ প্রতি ইকুইটি শেয়ার (ইপিএস) থেকে আয় (১ টাকা প্রতি শেয়ারের ফেস ভ্যালু)* মৌলিক (প্রতি শেয়ার টাকায়) মিশ্রিত (প্রতি শেয়ার টাকায়) * মার্চ ৩১, ২০২৪ এবং মার্চ				

